তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সাক্ষরতার হার নিয়ে বিভ্রান্তি

রোববার ছিল 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস'। এর সঙ্গে উদযাপিত হয়েছে চারদিনের (৫-৮ই সেপ্টেম্বর) জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২। এবারের শ্লোগান ঃ 'বাঁচার জন্য শিক্ষা চাই, শিক্ষার কোন বিকল্প নাই।' সরকারি ক্রোড়পত্রে 'আপনার আশপাশের প্রতিজন নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তুলুন' বলে সাক্ষরদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এ দিবস ও সপ্তাহের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেছেন সরকারের মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপ-খাতের জন্য জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতের প্রায় অর্ধেক অর্থ বরাদ্দ করেছে। এত টাকা খরচ করে আমরা কি সুফল পেয়েছি, তার হিসাব-নিকাশও এ উপলক্ষে হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের বাণীতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তার সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম উল্লেখ করে বলেন, এসবের ফলে সার্বিকভাবে সাক্ষরতার হার ৬৫.৫ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিবও এ তথ্য দিয়েছেন। অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা অথবা জরিপ থেকে এ তথ্য যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

দারিদ্র্যবিমোচন কর্মকৌশলে (পিআরএসপি) সাক্ষরতার হার ৫৬ শতাংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের এক সহযোগী দৈনিক জানাচ্ছে, ২০০০ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী (প্রকাশিতব্য) সাক্ষরতার হার ৪৮ শতাংশ এবং বেসরকারি সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযানের সর্বশেষ এডুকেশন ওয়াচের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে এ মুহূর্তে সাক্ষরতার হার ৪০.৩ শতাংশ। অর্থাৎ বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার নিয়ে মারাত্মক বিভ্রান্তি বিরাজ করছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং হতদরিদ্র মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যেই নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করার নামে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। বিদেশী ঋণ অনুদানকারীরাও তার জন্য টাকা-পয়সা দিচ্ছেন; কিন্তু আমরা এখনও নিশ্চিত করে জানি না দেশে সাক্ষরতার হার কত। দেশের অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়নও নির্ভর করে দেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা এগিয়ে গেল তার ওপর। অথচ আমাদের সরকারের কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদরা সাক্ষরতার হার নিয়ে একমত হতে পারছেন না। এমনকি সাক্ষরতার মাপকাঠি সম্পর্কেও সরকারি কর্মকর্তারা পরিষ্কার করে কিছু বলছেন না।

১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৩৫ শতাংশ বলে উল্লেখ করা হয়। গত দশ বছরে এ হার দ্বিগুণ হয়ে গেল কিভাবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের একাধিক সূত্র নাকি জানিয়েছে, বিশ্বব্যাংকের ৩৫ শতাংশকে মূল ধরে তার সঙ্গে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের (অর্থমন্ত্রীর মতে যুগান্তকারী) ফলাফল যোগ করে একটি গড় দাঁড় করানো হয়েছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচির (কাগুজে?) সাফল্য। উল্লেখ করা যেতে পারে, সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মসূচির পেছনে প্রতি বছর সরকারের ব্যয় ৪শ' ৫০ থেকে ৫শ' কোটি টাকা। এত টাকা-পয়সা খরচ করে আমরা কি পাচ্ছি তা আমরা জানি না। 'নিরক্ষরমুক্ত' একটি জেলায় ৫০ শতাংশের বেশি সাক্ষর মানুষ পাওয়া যায়নি।

প্রধানমন্ত্রীর উল্লেখ করা সাক্ষরতার হার সম্পর্কে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব বলেন, তার দেয়া তথ্যই সঠিক এবং বিশ্বব্যাংকে ও ইউনিসেফও এ তথ্য দিয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা পরিষদের এক গবেষক বলেন, সাক্ষরতার বিষয়ে বিশ্বব্যাংক ও ইউনিসেফের সাম্প্রতিক কোন রিপোর্ট নেই এবং সরকারের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতেই তারা কাজ করে।

বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার নিয়ে বর্তমানে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, তা দেশের সার্বিক শিক্ষার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। আমাদের দেশে শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের নানাভাবে দেশ- বিদেশের টাকা-পয়সা খরচ করে ট্রেনিং দেয়া হয়। তারা সাক্ষরতার হারের নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে পারেন না কেন? পরের মুখে ঝালই বা খেতে হবে কেন?